নবম পরিচ্ছেদ

দক্ষিণেশ্বর-মন্দিরে জন্মাষ্টমীদিবসে ভক্তসঙ্গে সুবোধের আগমন -- পূর্ণ মাস্টার, গঙ্গাধর, ক্ষীরোদ, নিতাই

শ্রীরামকৃষ্ণ সেই পূর্বপরিচিত ঘরে বিশ্রাম করিতেছেন। রাত আটটা। সোমবার ১৬ই ভাদ্র, শ্রাবণ-কৃষ্ণা-ষষ্ঠী, ৩১শে অগস্ট ১৮৮৫।

ঠাকুর অসুস্থ -- গলায় অসুখের সূত্রপাত হইয়াছে। কিন্তু নিশিদিন এক চিন্তা, কিসে ভক্তদের মঙ্গল হয়। এক-একবার বালকের ন্যায় অসুখের জন্য কাতর। পরক্ষণেই সব ভুলিয়া গিয়া ঈশ্বরের প্রেমে মাতোয়ারা। আর ভক্তদের প্রতি স্নেহ ও বাৎসল্যে উন্মত্তপ্রায়।

দুইদিন হইল -- গত শনিবার রাত্রে -- শ্রীযুক্ত পূর্ণ পত্র লিখিয়াছেন -- 'আমার খুব আনন্দ হয়। মাঝে মাঝে রাত্রে আনন্দে ঘুম হয় না!'

ঠাকুর পত্রপাঠ শুনিয়া বলিয়াছিলেন, "আমার গায়ে রোমাঞ্চ হচ্ছে! ওই আনন্দের অবস্থা ওর পরে থেকে যাবে; দেখি চিঠিখানা।"

পত্রখানি হাতে করে মুড়ে টিপে বলিতেছেন, "অন্যের চিঠি ছুঁতে পারি না; এর বেশ ভাল চিঠি।"

সেই রাত্রে একটু শুইয়াছেন। হঠাৎ গায়ে ঘাম -- শয্যা হইতে উঠিয়া বলিতেছেন, "আমার বোধ হচ্ছে, এ-অসুখ সারবে না।"

এই কথা শুনিয়া ভক্তেরা সকলেই চিন্তিত হইয়াছেন।

শ্রীশ্রীমা ঠাকুরের সেবা করিবার জন্য আসিয়াছেন ও অতি নিভৃতে নবতে বাস করেন। নবতে তিনি যে আছেন, ভক্তেরা প্রায় কেহ জানিতেন না। একটি ভক্ত স্ত্রীলোক (গোলাপ মা)-ও কয়দিন নবতে আছেন। তিনি ঠাকুরের ঘরে প্রায় আসেন ও দর্শন করেন।

আজ সোমবার। ঠাকুর অসুস্থ রহিয়াছেন। রাত প্রায় আটটা হইয়াছে। ঠাকুর ছোট খাটটিতে পেছন ফিরিয়া দক্ষিণদিকে শিয়র করিয়া শুইয়া আছেন। গঙ্গাধর সন্ধ্যার পর কলিকাতা হইতে মাস্টারের সহিত আসিয়াছেন। তিনি তাঁহার চরণপ্রান্তে বসিয়া আছেন। ঠাকুর মাস্টারের সহিত কথা কহিতেছেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ -- দুটি ছেলে এসেছিল। শঙ্কর ঘোষের নাতির ছেলে (সুবোধ) আর একটি তাদের পাড়ার ছেলে (ক্ষীরোদ)। বেশ ছেলে দুটি। তাদের বললাম, আমার এখন অসুখ, তোমার কাছে গিয়ে উপদেশ নিতে। তুমি একটু যত্ন করো।

মাস্টার -- আজ্ঞা, হাঁ, আমাদের পাড়ায় তাদের বাড়ি।

[*অসুখের সূত্রপাত -- ভগবান ডাক্তার -- নিতাই ডাক্তার*]

শ্রীরামকৃষ্ণ -- সেদিন আবার গায়ে দিয়ে ঘুম ভেঙে গিছল। এ অসুখটা কি হল!

মাস্টার -- আজ্ঞা, আমরা একবার ভগবান রুদ্রকে দেখাব, ঠিক করেছি। এম. ডি. পাশ করা। খুব ভাল ডাক্তার।

শ্রীরামকৃষ্ণ -- কত নেবে?

মাস্টার -- অন্য জায়গা হলে কুড়ি-পঁচিশ টাকা নিত।

শ্রীরামকৃষ্ণ -- তবে থাক।

মাস্টার -- আজ্ঞা, আমরা হদ্দ চার-পাঁচ টাকা দেব।

শ্রীরামকৃষ্ণ -- আচ্ছা, এইরকম করে যদি একবার বলো, 'দয়া করে তাঁকে দেখবেন চলুন।' এখানকার কথা কিছু শুনে নাই?

মাস্টার -- বোধ হয় শুনেছে। একরকম কিছু নেবে না বলেছে তবে আমরা দেব; কেন না, তাহলে আবার আসবে।

শ্রীরামকৃষ্ণ -- নিতাইকে (ডাক্তার) আনো তো সে বরং ভাল। আর ডাক্তাররা এসেই বা কি করছে? কেবল টিপে বাড়িয়ে দেয়।

রাত নয়টা -- ঠাকুর একটু সুজির পায়স খাইতে বসিলেন।

খাইতে কোন কষ্ট হইল না। তাই আনন্দ করিতে করিতে মাস্টারকে বলিতেছেন, "একটু খেতে পারলাম, মনটায় বেশ আনন্দ হল।"